হাতিরাও সপ্ন দেখে

এক: ভূমিকা

সারকথা: পরবর্তী দৃশ্যগুলোতে যা যা দেখানো হবে তা এরই মধ্যে ঘটে গেছে। ইমো নেই ; প্রুগ আগের ঘটনাগুলো মনে করছে। শেষ দৃশ্য আর এই দৃশ্যের পটভূমি একই। জায়গাটা দেখে এখানে আগে কি ঘটেছে তা মোটামুটি আন্দাজ করা যাবে।

প্রুগ (ধারাভাষ্যের ভঙ্গিতে)

(...উহ) বামে... বামদিকে দেখি... (উহ)
আমরা দেখি... (উহ)
ডানদিকে দেখি...
...মুন্ডু-খেকো
এখানে সব নিরাপদ
একদম নিরাপদ
ইমো?

দুই: সুইচবোর্ডের ফাঁদ

সারকথা: গভীর গিরিখাতের মাঝ দিয়ে চলে গেছে একটা সরু ব্রিজ। গিরিখাতের প্রান্তদ্বয় যেন বিরাট একটা টেলিফোন সুইচবোর্ডের (প্রাক-ডিজিটাল যুগের) দুটো প্যানেল। প্রুগ ধাক্কা দিয়ে ইমোকে একপাশে সরিয়ে দেয় আর তাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে যায় কাঁচির মত হুক লাগানো কতগুলো তার। চলন্ত গাড়ির সামনে থেকে মানুষ যেভাবে অন্য কাউকে সরিয়ে দেয়, প্রুগ অনেকটা সেভাবেই ইমোকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়।

প্রুগ

ইমো, সাবধান!
ব্যাথা পেলে নাকি?

ইমো

না না, ঠিক আছি, আপনি?

প্রুগ

আমি ঠিক আছি
উঠে পড় ইমো, জায়গাটা ভাল ঠেকছে না
চলো কেটে পড়ি

ইমো

এখন কি করব?

প্রুগ

আসো, দেখতে পাবে...দেখতে পাবে

প্রুগ ঘুরে দাড়ায়, ইমোকে পিছু নিতে নির্দেশ করে।

তিন: টেলিফোন আর উপদেশ

সারকথা: সুইচবোর্ডের ঘটনার পর প্রুগ তার ভয়ের বস্তু থেকে পালাতে ইমোকে তার সাথে সাথে দৌড়াতে বলে। আমরা চরিত্র দুজনকে মাকড়সার জালের মত এলোপাথারিভাবে টেলিফোন আর টেলিগ্রাফের তার দিয়ে ঢাকা একটা এলাকা পার হয়ে যেতে দেখি। তারগুলোতে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখা যায়। এই তারগুলি থেকে বের হতে থাকা কথাবার্তার আওয়াজ প্রুগ আর ইমোকে তাড়া করে বেড়ায়। অবশেষে তারা একটা ঘরে এসে পৌছায় যেখানে রাখা আছে একটা টেলিফোন; প্রথমে নিরীহ মনে হলেও দেখা যায় যে এই ফোনটাও আসলে ভয়ঙ্কর এক ফাঁদ।

প্রুগ

(ফিসফিসিয়ে) ইমো
এইদিকে
(জোরে) আমার সঙ্গে আসো
তাড়াতাড়ি ইমো!

(নিশ্বাসের ভারি আওয়াজ এখন আর নেই)

প্রুগ

ইমো, তুমি আমার কথা শুনছ না

ইমো

আমি... আমি শুধু...
...ফোনটা ধরতে চাই

প্রুগ

ইমো, দেখ, মানে... শুনো
তোমাকে নির্দেশ মানা শিখতে হবে
এটা ছেলেখেলা নয়

প্রুগ (সাথে ফোন থেকে আসা কথার শব্দ)

আমারা যে কেউ খুব সহজেই এখানে মারা পরতে পারি

শুনো…
যন্ত্রের আওয়াজ শুনো
তোমার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনো

দুইজন লোকের নিঃশ্বাসের শব্দ, ইমো হেসে উঠে; সবই যেন তার কাছে ঠাট্টা মনে হয়।

চার: টাইপরাইটার

সারকথা: প্রুগ ইমোকে দুর্গম ও সুগভীর একটা খাঁদের উপর দিয়ে নিয়ে যায়। সে দৃঢ়চিত্তে শূন্যে পা বাড়িয়ে দেয় আর নীচ থেকে টাইপরাইটারের বেতাম উড়ে আসে তার পায়ের তলে। বোতামগুলোর উপর দিয়ে সে জটিল ভঙ্গিতে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলে, ইমোকে সে তার অঙ্গভঙ্গির অনুকরন করতে ইঙ্গিত করে। ইমো প্রুগকে অনুকরন করার চেষ্টা করে কিন্তু শেষে স্বাভাবিকভাবেই হাঁটতে থাকে , আর বোতামগুলোই বরং তার পায়ের নীচে উড়ে আসতে থাকে। ইমোর ভাবভঙ্গি উদাসীন।

ইমো

এসব কি কখনোই আপনাকে ক্লান্ত করে না?

প্রুগ

ক্লান্তি? !?

ইমো

হ্যাঁ?

প্রুগ

ইমো; এই যন্ত্রের কাজকর্ম ঘড়ির মত নিখুঁত
একটা কিছু এদিক ওদিক করলেই
তুমি ছাতু হয়ে যাবে

ইমো

কিন্তু এটা কি...

প্রুগ

ছাতু, ইমো!
তাই কি তুমি চাও, ছাতু?
ইমো তোমার জীবনের লক্ষ্য কি...
ছাতু?

দুইজনই দৃশ্যের বাইরে চলে যায়। প্রুগের শেষ কথাগুলো শূন্যে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

পাঁচ: প্রুগ ইমোকে জিনিসপত্র দেখায়

সারকথা: ইমো আর প্রুগ প্রায় লিফ্টের মত দেখতে একটা যন্ত্রের ভিতর ঢুকে। গুলতির মত একটা জিনিস তাদেরকে ছুড়ে মারে। যাওয়ার পথটা মাংস পেষা যন্ত্রের মতো ধারালো শাটার লাগানো ক্যামেরার জুম লেন্সের মতো। লিফ্ট এগোতে থাকলে পেছনের পথ সাথে সাথে বন্ধ হতে থাকে। তারপর তারা একটা বিশাল ফাঁকা জায়গায় পৌছায় যেখানে ইমো কিছুই দেখতে পায় না; একটু পরে লিফ্ট তাদের আগের জায়গায় ছেড়ে দেয়।

প্রুগ

ইমো, চোখ বন্ধ কর

ইমো

কেন?

প্রুগ

এখনই!

ইমো

(ফিসফিসিয়ে) ঠিক আছে

প্রুগ

এই তো চাই
বামে কি দেখতে পাও ইমো? হুঁ?

ইমো

আ--- কিচ্ছু না

প্রুগ

তাই নাকি?

ইমো

নাহ, কোনকিছুই না

প্রুগ

তাই নাকি!
আচ্ছা... আর... আর তোমার ডান দিকে
ডানে কি দেখতে পাও ইমো?

ইমো

হুমম; একই জিনিস, একেবারে একই জিনিস, কোনকিছুই না!

প্রুগ

চমৎকার!

ছয়: কোন দিকে

সারকথা: ইমো ও প্রুগ ঐ প্লাটফর্ম থেকে এসে পড়ে তেলে ভরা একটা জায়গায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সামুদ্রিক কেল্লার আদলে গড়া অজস্র প্রোজেক্টর দিয়ে অঞ্চলটা ছাওয়া। প্রতিটা প্রোজেক্টরই একটা করে ছবি দেখাতে পারে, হলোগ্রাফিক ছবিও দেখাতে পারে এরা। এরকম এক ছবিতে ফুটে উঠেছে একটা দরজা যার ওপার থেকে সরাইখানার বাজনার মত হাল্কা সঙ্গীত ভেসে আসছে। ইমো এই পথে যেতে চায় কিন্তু প্রুগ যেতে নিষেধ করে তাকে, সে বলে ওটা ডাকিনীর গান। ইমোকে বুঝানোর জন্য প্রুগ ছবিটা পাল্টাতে থাকে কিন্তু ইমোর কাছে তবুও তা আকর্ষণীয় মনে হয়, হয়তো সে সবসময়ই কোন এক রকমের দরজা দেখতে পায় সেখানে।

ইমো

শুনুন! শুনতে পান ওটা! আমরা কি ওইখানে যেতে পারি?

প্রুগ

ওখানে?

ইমো

হ্যাঁ

প্রুগ

জায়গাটা নিরাপদ না ইমো

ইমো

মানে... কিন্তু...

প্রুগ

বিশ্বাস কর; জায়গাটা নিরাপদ না

ইমো

হয়তো আমি...

প্রুগ

না

ইমো

কিন্তু...

প্রুগ

না!

ইমো

কিন্তু এটা---

প্রুগ

না

আর কিছু বলার আছে ইমো?

ইমো

না?

সাত: ইমো রেগে ওঠে

সারকথা: নিরাপদ জায়গাটাতে ঘটা ঝগড়ার পর আমরা এখন টাইলস্ বসানো রুমটিতে এসে পৌছেছি। প্রুগ শেষবারের মত ইমোকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে তার দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা নির্ভুল। তাকে বিস্মিত করে ইমো দাবি করে যে পুরো ব্যাপারটাই তার কাছে যুক্তিহীন বলে মনে হয়। রাগের ঝোঁকে প্রুগ ইমোকে চড় মেরে বসে। ইমো হাঁটা শুরু করলে প্রুগ তার পিছু নেয়।

প্রুগ

ইমো…

ইমো

কি?

প্রুগ

ইমো কেন… কেন তুমি এ জায়গাটার সৌন্দর্য দেখতে পাও না
যেভাবে এটা কাজ করছে… কত সুন্দর এটা

ইমো

না… আমি দেখতে পাই না প্রুগ!
আমি দেখতে পাই না কারন এখানে দেখার কিছু নাই
…আর অস্তিত্ববিহীন কোন কিছুর কাছে কেন আমি জীবন সোপর্দ করব?
তা আমাকে বলতে পারবেন আপনি?

প্রুগ

ইমো

ইমো

উত্তর দিন!

আট: ইমো সৃষ্টি করে

সারকথা: আমরা এখনো আগের সেই টাইলস্ বসানো রুমটাতেই আছি। ইমো প্রুগের কাছ থেকে হেটে চলে যাচ্ছে, তার সামনের দেয়াল সরে গিয়ে তার জন্য জায়গা করে দেয়। দেখে মনে হয় সে যেন ক্রমবর্ধমান কোন রুমের করিডোর দিয়ে হেটে আসছে।

ইমো

প্রুগ... আপনি অসুস্থ!

প্রুগ

(ক্ষীণ) ইমো...

ইমো

দূরে থাকুন

প্রুগ

ইমো...
না! ইমো! এটা একটা ফাঁদ!

ইমো

(ভেঙচি কাটে) হুহ... এটা একটা ফাঁদ... হুহ
আমাদের বামদিকে দেখা যাচ্ছে...
ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান!
এই ফাঁদটা কেমন হল?

প্রুগ

না ইমো

ইমো

আমাদের ডানদিকে দেখা যাচ্ছে...
আরে! রোহডস্ এর মূর্তি!

প্রুগ

না!

ইমো

রোহডস্ এর মূর্তি শুধু আপনার কাছেই দেখা দেয়
শুধুই আপনার কাছে...

প্রুগ

(জোরে) সবই আছে
আমি বলছি ইমো
(আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে) আছে---
(ক্ষীণ) সবই আছে

ভাষান্তর: মৃদুল খান